দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 01 OCT 1988
পৃষ্ঠা 3 কলাম 6

08

ঢাকা : শনিবার, ১৪ই আশ্বিন, ১৩৯৫

নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ীদের তালিকা

প্যারিস, ৩০শে সেপ্টেম্বর (এএফপি) :—১৯০১ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত ২৫টি দেশের ৭২ জন নাগরিক এবং ১২টি সংস্থা নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছে। গতকাল জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীকে চলতি বছরের জন্য এ পুরস্কার দেয়া হয়।

কোন কোন সংস্থা কয়েক বারই ঐ পুরস্কার পায়। ১৯১৭, ১৯৪৪ও ১৯৬৩সালে আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটিকে এবং ১৯৫৪ ও ১৯৮১ সালে শরণার্থী বিষয়ক জাতিসংঘ হাই কমিশনারকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেয়া হয়।

১৯০১ সালে প্রথম শান্তি পুরস্কার পান সুইজারল্যাণ্ডের জন হেনরি দুনান্ত এবং ফ্রান্সের ফ্রেদারিক পসী। দুনান্ত আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

পুরস্কার প্রদানকারী নরওয়ের কমিটি কখনো কখনো বিতর্কমূলক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেমন—মিসরের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এবং ইসরাইলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মেনাহেম বেগিনকে ১৯৭৮ সালে এ পুরস্কার দেয়া হয়। তাঁরা ক্যাম্পডেভিড চুক্তিসইয়ের পর যৌথভাবে ঐ পুরস্কার পান।

১৯৭৩ সালে হেনরি কিসিঞ্জার ও ডাক থো এবং শান্তি আলোচনায় নেতৃত্বদানকারী মার্কিন ও ভিয়েতনামী কর্নকর্তাদের ঐ পুরস্কার দেয়ার সিদ্ধান্তও সমালোচিত হয়। ভিয়েতনামী প্রতিনিধি ডাক থো এ পুরস্কার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান।

সোভিয়েত ভিন্নমতাবলম্বী পদার্থবিদ আন্দ্রে শাখারভ এবং পোল্যাণ্ডের বেআইনী ঘোষিত ট্রেড ইউনিয়ন সালিডারিটির নেতা লেস ওয়ালেসার মত অন্যান্য নোবেল পুরস্কার বিজয়ী তাঁদের পুরস্কার গ্রহণ করতে ওসলো যেতে ব্যর্থ হন। শাখারভকে ১৯৭৫ সালে এ পুরস্কার দেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সর্বোচ্চ সংখ্যক শান্তি পুরস্কার লাভ করে। মার্কিন নাগরিকরা ১৭ বার শান্তি পুরস্কার বিজয়ী হন। ফ্রান্স ও বৃটেন—প্রত্যেক দেশের নাগরিকরা ন'বার শান্তি পুরস্কার পান। সুইডেনের নাগরিকরা পাঁচবার, পশ্চিম জার্মানীর নাগরিকরা চারবার এবং সুইজারল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম প্রত্যেক দেশের নাগরিকরাই তিনবার করে ঐ পুরস্কার পান।

গত দশটি শান্তি পুরস্কার বিজয়ীরা হচ্ছেন, ১৯৭৭: এমনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৭৮: আনোয়ার সাদাত (মিসর) ও মেনাহেম বেগিন ইসরাইল, ১৯৭৯ মাদার তেরেসা, ১৯৮০: এডলফ পেরেজ এসকুইভেল (আর্জেন্টিনা) ১৯৮১: শরণার্থী বিষয়ক জাতিসংঘের হাই কমিশনার, ১৯৮২: আলভা মিডরডাল (সুইডেন) এবং আলফনসো গার্সিয়া রোবলস (মেক্সিকো), ১৯৮৩ : লেস ওয়ালেসা (পোল্যাণ্ড), ১৯৮৪ : দেসমণ্ড টুটু (দক্ষিণ আফ্রিকা), ১৯৮৫ : ইন্টারন্যাশনাল ফিজিসিয়ান ফর দ্য প্রিভেনশন অব নিউক্লিয়ার ওয়ার (আইপিপিএনডাব্লিউ), ১৯৮৬ : ইলি উইসেল (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), ১৯৮৭: অস্কার আরিয়াস সাঞ্চেজ (কোস্টারিকা)।